খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 13 • 15 Januray 2017 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

বার্ষিক পিকনিকের রেশ কাটতে না কাটতেই পুনর্মিলন উৎসব, দরজায় কড়া নাড়তে শুরু করেছে। ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৭, শনি ও রবিবার পুনর্মিলন উৎসবে সকল প্রাক্তনীদের আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

পুনর্মিলন সম্বন্ধে বিশদ বিজ্ঞপ্তি এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে। এ বছর অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। রজত জয়ন্তী বর্ষের এই পুনর্মিলনে প্রাক্তনীরা অনেক বেশি সংখ্যায় অংশ নেবেন সেই আশা ব্যক্ত করে শেষ করলাম।

পুনর্মিলন ২০১৭

আগামী ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি, শনি এবং রবিবার পুনর্মিলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই পুনর্মিলন উৎসবে একজনের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ৩০০, সস্ত্রীক ৫৫০ টাকা। ১৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধে অবন মহলে সংগীত পরিবেশন করবেন সায়ণি পালিত।

১৯ ফেব্রুয়ারি প্রাক্তনীদের জমাটি আড্ডার সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ।

প্রাক্তনীরা সত্বর নাম নথিভুক্ত করুন।

শহিদ স্মরণে

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি রবিবার স্কুলের শহিদ বেদিতে শিশু শহিদ মোহিত রায় আর দেবব্রত দাশ এঁদের আত্মনিবেদনের দিনে সন্ধ্যা ৭-০০টায়, শহিদ বেদীমূলে সম্মান আর শ্রদ্ধা জানাতে প্রাক্তনীদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বার্ষিক পিকনিক ঃ ২০১৭

বার্ষিক পিকনিক অ্যাসোসিয়েশনের ক্যালেন্ডারে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি দিন। বছর শেষে অনেকেই অতুন বছরের আগামী এই দিনটির প্রতীক্ষায় থাকেন। শহরের ইঁট কাঠের জঙ্গল ছাড়িয়ে একটি গাছপালায় ঘেরা বাগান বাড়িতে সবাই মিলে হৈ হৈ করে সারাদিন কাটিয়ে আসার মধ্যে একটা ভিন্ন রকমের আনন্দ যে আছে সে বিষয়ে সংশয় নেই।

একটু গাছপালা, টল টলে জলে ভরা পুকুর নিয়ে মধ্যমগ্রামের, গঙ্গানগরে, ভারত স্কাউট অ্যান্ড গাইডদের সবুজে মোড়া কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে স্কাউটের ক্যাম্প হয়। এই জায়গায় পূর্বেও অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিক হয়েছে। বিস্তৃত জায়গায়, পাশে পাশে বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো কটেজ, এখানে পরিশ্রুত পানীয় জল সহ প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই ছিল।

সবুজ মাঠে শিশুরা যখন ফুটবল খেলছিল তখন সেই দৃশ্যটা খুবই উপভোগ্য ছিল। কারণ অনেকেই বলেন এই প্রজন্মের বাচ্চারা নাকি ফুটবল থেকে দূরে সরে গেছে। কোনো কোনো বাচ্চা ব্যাডমিন্টন ও ক্রিকেট খেলছিল। অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বপন রায়চৌধুরী এবং সদস্য ত্রিলোকেশ কুণ্ডু শিশুদের কমলালেবু দিলেন।

কোনো কোনো জায়গায় কিছু প্রাক্তনী সংগীত আর যন্ত্রসংগীতের আসর বসিয়েছিলেন। এখানে ৪৯ আর ৯০-র ব্যাচ মিলেমিশে এমন একটা সুন্দর আবহ তৈরি করেছিল যা সত্যি উপভোগ্য।

পিকনিক স্পটে বাস পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই গরম লুচি আলুর তরকারি আর জয়নগরের মোয়া দিয়ে প্রাতঃরাশ, সঙ্গে গরম চা'তো ছিলই এবং বারংবার।

এরপর ভেজ পকোড়া আর চিকেন পকোড়া দিয়ে চা, কফি সহযোগে প্রাক্তনীরা জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন। এই আড্ডার মধ্য দিয়ে আমরা কতটা যে সমৃদ্ধ হতে পারি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আড্ডা মানেই পি, এন, পি, সি/ পরনিন্দা পরচর্চা নয়।

প্রাক্তনীরা নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলে নিজেদের আপডেট করবার সুযোগ পেয়েছেন। এটাও একটা জরুরী বিষয়। পরিশেষে বরিষ্ঠ প্রাক্তনী ও সকল প্রাক্তনীদের কাছে একটাই আবেদন নিজেকে সতেজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক রাখতে বার্ষিক স্পিকনিকে সপরিবারে অংশ নিন।

সুকমল ঘোষ (১৯৬৯)

এই সংখ্যাটি শ্রী অমরনাথ বসু ১৯৭৮-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

Re
UNION
JAGADBANDHU
INSTITUTION
18th & 19th February 2017
JBI Alumni Association

Form No. :

REGISTRATION FORM

Dear friend,

I would like to register myself for Re-union '2017 vide Cash / Cheque No./ ..... Dated : .....

Drawn on : .....

on payment of ₹ ..... words.....

Registration Fee Structure :

₹ 300/- (Rupees Three Hundred only) for Individual Alumnus

₹ 550/- (Rupees Five Hundred Fifty only) for Individual Alumnus with spouse

Name : .....

Address : .....

Ph (R) : ..... Ph (O): ..... Mob: .....

E-mail :..... Year of passing (Mat. / SF / HS) .....

Occupation : .....

Are you a Member of JBI Alumni Association ? *(Please tick)* : YES ☐ NO ☐

Signature ..... Date .....

A/c. Payee Cheque to be drawn in favour of
JBI ALUMNI ASSOCIATION

** Inclusive of Lunch Box on 19th February, 2017*

Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association
25, Fern Road, Kolkata - 700 019
Phone : 98305 79230 / 9830913315
(Office hours : Sun 11am - 01 pm & Wed 7.30 - 8.30 pm)
e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com

চলে গেলেন ভবতোষ দত্ত

রজত ঘোষ -- আমরা হারালাম আমাদের আরও এক মাষ্টারমশাইকে, চলে গেলেন ভবতোষ দত্ত। কর্মশিক্ষাকে স্যার এক অন্যমাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কর্মশিক্ষা হয়ে উঠেছিল আনন্দশিক্ষা। নিঃসন্তান স্যারের ৩০ অগস্টের মৃত্যুর কথা অর্থ-অনর্থের জন্যই কাকতালীয়ভাবে জানতে পেরেছি ডি সেম্বরের শেষার্ধে।

প্রতীপ মুখোপাধ্যায় -- কী বলব কিছু বলার নেই! বড্ড মন খারাপ হয়ে গেল।

সৌরভ মুখার্জী -- পরপর এরকম বিয়োগান্ত খবর খারাপ লাগছে।

রাজর্ষি মুখার্জী -- সত্যিই খুব খারাপ লাগল শুনে। আজও ওনার কথা মনে পড়ে।

উজ্জ্বল সরকার -- আমাদের মনে স্যারের একটা বিশেষ জায়গা চিরকাল থাকবে। খবরটা পেয়ে খুব খারাপ লাগছে। মাধ্যমিকের আগে ওনার দেওয়া স্বামী বিবেকানন্দের ছবি আজও আমার টেবিলে আছে। এটা ওনার স্মৃতি চিহ্ন আমার কাছে। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি।

মহর্ষি ঘোষ -- কী হচ্ছে ভগবানই জানেন! এক এক করে সবাই যেন বহু দূরে চলে যাচ্ছে।

রোহন চ্যাটার্জী -- স্যারের সঙ্গে দেখা হলেই উনি টফি দিতেন, ওটাই ওনার আশীর্বাদ। আর কোন দিনই পাওয়া যাবে না।

সর্বাণী চৌধুরী (শিক্ষিকা) -- কী সুন্দর গান গাইতেন ভবতোষদা।

অমিত কুমার নায়ক -- আর পারছি না। এবার থামুন আপনারা। এভাবে চলে যাবেন না।

অভিরূপ গুহ -- আর কত মানুষকে হারাবো! ওনার কথা আজও চোখে ভাসে। সেই ছোট্ট ছোট্ট হ্যাণ্ডার, মোমবাতি... উনি চলে গেলেন।

সন্দীপ দেবরায় -- সব জিনিস ডান হাতে নিতে হয় -- উনি ঘর করে শেখাতেন, বেতের বাড়ি যেন আশীর্বাদ। স্কুলের কোন কালচারাল প্রোগ্রাম হলেই আমার গানের জন্য ডাক পড়ত। বৈদিক মন্ত্র, বিভিন্ন প্রার্থনা সঙ্গীত ওনার থেকেই শেখা। মাঠের ওপারে ওই টিচার্সরুমে সুজিতবাবু, সুধাবাবু... প্রণাম রইল।

রোহন ভট্টাচার্য, সোমনাথ দে -- ওনার দেওয়া বিবেকানন্দের ছবি সযত্নে আমাদের সেল্‌ফে রাখা। এখনও ''ও গোবিন্দ'' ডাকটা আমাদের কানে বাজে। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ওনার ওই ছোট্ট বেতের বাড়ি কোথায় কোথায় পড়েছিল আজও মনে পড়ে।

শান্তনু বসু -- কর্মশিক্ষা ক্লাসটা ওনার জন্যই এত প্রাণবন্ত ছিল। বহু পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে গেল। ওনাকে প্রণাম জানাই।

অয়ন কর্মকার -- ভাবি কী অমূল্যরতন দিয়ে গিয়েছেন উনি। বিবেকানন্দের সেই ছবি। বাইরে থেকে শক্ত মনে হলেও ভিতরে ছিলেন সরল মনের নরম মানুষ।

কল্যাণী বল (শিক্ষিকা) -- ওঁনার সম্বন্ধে অনেক কিছু আছে। শেষ করা যাবে না। আমি ১৯৭১ সন থেকে চিনি। ভীষণ সরল, স্নেহপ্রবণ আর খুব গুণী মানুষ। আমরা শিক্ষকদের শাসনটাই বড় করে দেখি। কিন্তু কেন শাসন করেন সেটা চিন্তা করি না।

মৈনাক ঘোষ -- সত্যি কী যে হচ্ছে, ভাল থাকবেন স্যার।

তাপস রাহা (শিক্ষক) -- আমি মর্মাহত। দেখা হলে টফি দিতেন, ওটা ভোলার নয়। আমি গেলে বলতেন তাপস, তুমি এতস ব্যস্ত মানুষ কেন? বসে গল্প করার সুযোগ আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না।

দেবদীপ দে -- চক তৈরি দিয়ে শুরু, কাঠের পীড়িটা আজ আর চোখে পড়ে না। বেতের কথাও ভোলার নয়। আমরা যে কত 'হা...বা' সেটাও মনে পড়ছে। কিন্তু ওনার পারফেকসান এবং ডিটেলিং-এর প্রতি সদাসতর্কতা কোনদিন ভুলবো না।

অনুপ বোস -- খুব খারাপ লাগলো, হাতে সেই বেতটা নিয়ে কেউ বলবে না দেখি দেখি। আর সেই মিষ্টি হাসি। ডাইসের ঘটাং ঘটাং আজও মনে পড়ে।

Anup Kumar Chanda — Feeling sad. He was an outstanding teacher and a great human being. Highly affectionate. He used to look forward to 'craft' classes (as it used to be called in those days) under his guidance. RIP sir.

চলে গেলেন গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

রজত ঘোষ -- শীতের শুরুতেই চলে গেলেন আমাদের মাষ্টারমশাই শ্রদ্ধেয় গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। GCB। ৩০ ডিসেম্বর রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেলেন স্যার। যেটুকু বাংলা শিখিছি সবটাই স্যারের কৃপায় - যা স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। অ্যালমনির সংবর্ধনায় তিনি শেষবারের মতই স্কুলে আসেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে পুত্রশোক তাঁকে পাথর করে দিয়েছিল। তাঁর আত্মা সারস্বত সাধনায় নিমগ্ন থাকুক এই কামনা করি।

অমিত কুমার নায়ক - মনটা আজ খুব খারাপ...

প্রতীপ মুখোপাধ্যায় -- বড় অসহায় লাগে। কিন্তু মেনে নিতেই হয়। এমন একটা খবর বছরের শুরুতেই... যেখানেই থাকবেন ভাল থাকবেন স্যার। প্রণাম।

মৃন্ময় পাঠক -- দুমাস আগেই কথা বলেছি। শুধু বাংলা ভাষা নয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আমাদের কেউ যদি নিয়ে গিয়ে থাকেন তিনি গোপালবাবু।

অনুপ বোস -- স্যার চলে গেলেন শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

দেবাশিস চ্যাটার্জী -- মর্মান্তিক খবর।

অয়ন কর্মকার -- খুব ভাল মানুষ ছিলেন স্যার।

অনন্য সাহা ও নীলয় বসু -- স্যারের আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুদীপ্ত সরকার -- অত্যন্ত খারাপ খবর। আত্মার শান্তি কামনা করি।

প্রতিম দে -- যেটুকু বাংলায় লিখতে শিখেছি ওনার জন্যই। ভাল থাকুন স্যার।

শান্তনু বসু -- শুনে খারাপ লাগল। আত্মার শান্তি কামনা করি।

সুশোভন পাল ও তাপস সাহা -- খুব খারাপ খবর। আত্মার শান্তি কামনা করি।

Subir Kumar Biswas — Rest in peace sir... condolence to his family.

Ujjal De — My heartfelt condolence to the bereaved family. May his soul rest in peace.

মহাকাব্যের আকর হতে

মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

তৃতীয় পর্ব

দুর্যোধন-শকুনি-র মতো জনপ্রিয়তম মামা-ভগ্নে pair-এর পরই কৃষ্ণ-কংস pair-ই সর্বাধিক পরিচিত। কিন্তু কৃষ্ণ-কংসের জোড়িটা আবার দুর্যোধন-শকুনির থেকে একদম একশো আশি উল্টো। সেই মামা-ভগ্নের মধ্যে নারদ-নারদ বাঁধার আগে, মামা-ভাগ্নের মধ্যের একাত্মতার আর একটা উদাহরণ দিতে চাই। অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য। যদিও এই জোড়ি খুব একটা পপুলার নয়, তবে মামা-ভাগ্নে হিসেবে তাঁদের একত্রতা মহাভারতের পুচ্ছপ্রান্তকে অদ্ভুতভাবে ছুঁয়ে আছে। মহর্ষি ভরদ্বাজের যমজ সন্তান কৃপ ও কৃপীকে মহারাজ শান্তনু পালন করেন। শান্তনু আশ্রিত হস্তিনাপুরেই তাই কৃপ ও কৃপীর চিরকালীন বাসভূমি হয়ে রইল। আর ঘটনাক্রমে দ্রোণ বিবাহ করলেন কৃপের বোন কৃপীকে। দ্রোণের বিবাহ এবং অশ্বত্থামার জন্ম, এসব কিছু হস্তিনাপুরে ঘটেনি। তবু কৃপের ভগ্নীর সঙ্গে দ্রোণের সম্বন্ধ বিবাহ হওয়ার একটা কারণ বোধহয় এই দুই ব্রাহ্মণ-পরিবারেরই অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত অস্ত্রপ্রীতি। কৃপের পিতা শরদ্বান ধনুর্বিদ্যায় এতোটাই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁকে নিরস্ত্র করতেই একরকম দেবরাজ ইন্দ্র 'জানপদী' অপ্সরাকে নিয়োগ করেন। এই অপ্সরা ঘটিত শরদ্বানের অসংখ্য রেতঃক্ষরণেই কৃপ ও কৃপীর জন্ম হয়। পিতার মতো কৃপও যৌবনে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার পর কুরু বালকদের অস্ত্রগুরু নিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্যদিকে মহর্ষি ভরদ্বাজ নিজের ছেলে দ্রোণকে ব্রহ্মশিক্ষার পাশাপাশি সমগুরুত্ব দিয়ে ঋষি অগ্নিবেশ্যর কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। দ্রোণ পরবর্তীকালে ভীষ্মের অস্ত্রগুরু পরশুরামের কাছেও অস্ত্রশিক্ষার পাঠ নেন। ফলত দেখা যাচ্ছে, ভরদ্বাজ ও শরদ্বান দুজনেই ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষাত্রধর্মের প্রতি, প্রধানত অস্ত্রশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। সুতরাং সমমনস্ক দুই expert-এর ফ্যামিলির মধ্যে বিবাহ-বন্ধন ঘটাটা খুবই স্বাভাবিক। তাই দ্রুপদ নিগৃহীত হতদরিদ্র দ্রোণ, স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে হস্তিনাপুরে এসে উঠলে, কৃপ আর অশ্বত্থামার মধ্যে মামা-ভাগ্নের গাঢ়ত্ব রচিত হওয়ার পথ প্রশস্ত হল।

কিন্তু কৃপ-অশ্বত্থামার pair এর গুরুত্ব আমার কাছে অন্য একটা জায়গায় খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সেটায় আসতে হবে প্রথমেই আমাদের নজর দিতে হবে এই পরিবার দুটির ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয়ের পথে ক্রমবিবর্তনের দিকে। কৃপ-পিতা শরদ্বান ধুর্নবিদ্যায় কতোটা supreme হয়ে উঠেছিলেন, সেটা তাঁর নামের মধ্যেই যেন প্রতিফলিত হয়। অবশ্য ভরদ্বাজ কেন নিজপুত্রের অস্ত্রশিক্ষার ব্যাপারে এতো উৎসাহী ছিলেন, সেটা তাঁর life-style থেকে বিশেষ বোঝা যায় না। তবে কৃপীর মত ক্ষত্রিয় পালিতা ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে নিজ পুত্র দ্রোণের তিনি বিবাহ নির্ধারণ করেছিলেন শুধুই দুই পরিবারের অস্ত্রপ্রীতি আছে এই জন্যই নয়; ভরদ্বাজ নিজেও স্বমাতা-পিতা উপেক্ষিতভাবে মরুদ্‌গণের দ্বারা পালিত ও বড়ো হন। তাই অনাথ ও আশ্রিত ব্রাহ্মণ-এর প্রতি তাঁর একটা চোরা-সিমপ্যাথি থাকা মোটেও আশ্চর্যের নয়। দ্বিতীয়ত, শরদ্বান ও ভরদ্বাজের মধ্যে আরএকটি ক্ষাত্র-গুণও চোখে পড়ার মতো। তাঁদের দু'জনেরই সন্তান উৎপাদন হয়েছে by chance - ক্ষণিকের অসংযমের মধ্য দিয়ে। দু'ক্ষেত্রেই অপ্সরা-গর্ভিনীরা এতোটাই তাঁদের তুলনায় নিকৃষ্টা ছিলেন যে, ঘৃতচী (দ্রোণের মা) বা জানপদীকে (কৃপ ও কৃপীর মা) সরাসরি গর্ভধারিণী বলেও মহাভারতের কাহিনিকার উল্লেখ করতে অস্বস্তিবোধ করেছেন। তাই দ্রোণের ক্ষেত্রে মানুষ মাতৃত্বকে স্বীকৃতি না দিয়ে দ্রোণী অর্থাৎ কলসী জাতীয় মৃৎপাত্রকে গর্ভকল্পনার রূপক দেওয়া হচ্ছে। (ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook -এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৮৯৮১৭৫২১০০

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.